প্রথম আলো

তারিখ 8 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কিন্ডারগার্টেনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি

পাঠদানের অনুমোদন থাকা সব প্রতিষ্ঠান বিনা মূল্যে বই পাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কিন্ডারগার্টেন এবং অনুমোদন না থাকা বিদ্যালয়গুলো কীভাবে বই পাবে, সেই সিদ্ধান্ত গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হয়নি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের অনুমতি থাকা বিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা বিনা মূল্যে বই পাবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান, আগামী সপ্তাহের মধ্যে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পড়ানো এনসিটিবির (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) বই এবং ইংরেজি ভাষায় পড়ানো বই বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, এনসিটিবির গুদামে এক লাখ ৪১ হাজার ৬৪৮টি বই সংরক্ষিত আছে। প্রয়োজনে আরও বই ছাপা হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান, কিন্ডারগার্টেনে বই সরবরাহের বিষয়ে এনসিটিবি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেবে। তিনি বলেন, দেশে কত কিন্ডারগার্টেন আছে, তার সুনির্দিষ্ট হিসাব নেই।

উল্লেখ্য, এর আগে কিন্ডারগার্টেনগুলোর শিক্ষার্থীরা দাম দিয়ে বাজার থেকে বই সংগ্রহ করত। এবার শুধু বিনা মূল্যের বই ছাপা হওয়ায় ওই সব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা বিভাগের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

পাঠদানের অনুমোদন থাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অনুমোদন না থাকা বিদ্যালয়গুলো বই সংগ্রহ করতে পারছে না। গতকাল *প্রথম আলোয়* এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এ খবর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকারের হিসাবের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীদের জন্য খুব শিগগির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ৮৩টি পাঠ্যপুস্তক ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে এবং যে কেউ সেখান থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা হলো, www.nctb.gov.bd। মন্ত্রী আরও জানান, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সুবিধার্থে প্রত্যেক শিক্ষককে একটি করে বই বিনা মূল্যে দেওয়া হবে।

প্রায় ১৯ কোটি বই ছাপার বিশাল কর্মযজ্ঞের বিবরণ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটা ছিল দুঃসাহসিক কাজ। এ কাজে ১ শতাংশেরও কম ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এই বিশাল কর্মসূচিতে যে বিচ্ছিন্ন ত্রুটি আছে, তা ভবিষ্যতে থাকবে না।

ব্রিফিংয়ে শিক্ষাসচিব সৈয়দ আতাউর রহমান বক্তব্য দেন।